সংবাদ

জানুয়ারি - ২০১৭

BOOK POST PRINTED MATTER

পরিষেবা

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

রসেবশে

২২/৪৮

শীতকালে ঠাণ্ডার মধ্যে খেজুরের রস খেতে **পছন্দ** করেন অনেকে। এই রস থেকে পিঠেপুলি, পায়েস, গুড় তৈরি হয়। খেজুরের রস সারাবছর সংগ্রহ করা যায়। তবে শীতকালের রসই বেশি সুস্বাদু। শীত কমলে রসের পরিমাণ এবং গুণমানও কমতে থাকে। খেজুরের রস প্রচুর খনিজ ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। আমাদের দেশে যে খেজুর হয় তা ফল হিসেবে খাওয়া হয়। তবে খেজুরের রসই সবথেকে আকর্ষণীয়। এই রসে নানারকম ঔষধি গুণ রয়েছে। এর থেকে তৈরি গুড় অনিদ্রা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। খেজুরের গুড়ে আরয়ন বা লোহা বেশি থাকে, যা রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে। শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে কাজের ইচ্ছা ফিরিয়ে আনতে, খেজুরের রস দারুণ উপকারি।

মু-খরা

২২/৪৯

ফেসিয়াল ক্লেনজার অথবা সাবানের নিয়মিত ব্যবহার মুখের ত্বকের খুবই ক্ষতি করে। এই ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়ে শীতকালে সাবান দিয়ে মুখ ধুলে। হেলথ অ্যান্ড বিউটি ইনস্টিটিউট অফ **টরেন্টোর** একটি গবেষণা থেকে জানা গেছে, ফেসিয়াল ক্লেনজার কিংবা সাবানের মূল লক্ষ্যই হল, ত্বক থেকে ধুলো, ঘাম, তৈলাক্ত উপাদান ইত্যাদি দূর করা। সাবান এই কাজ করতে পারে **সারফেকট্যান্ট** -এর সহায়তায়। **সারফেকট্যান্ট** হল, সারফেস-অ্যাক্টিভ **এজেন্ট** -এর সংক্ষিপ্ত রূপ। সাবান দিয়ে মুখ ধোওয়ার সময়ে এই **সারফেকট্যান্ট** ত্বকে জমে থাকা ধুলো ও তেলকে ছোট ছোট কণায় ভেঙে ফেলে। এরপর যখন জল দিয়ে মুখ ধোয়া হয় তখন ওই কণাগুলিও ধুয়ে যায়।

সারফেকট্যান্ট হল এমন এক ধরনের রাসায়নিক উপাদান, যা লোশন, পারফিউম, শ্যাম্পু ইত্যাদিতে মেশানো থাকে। মুখ ধোওয়ার পরে চামড়ায় টান ধরা, ত্বকের শুষ্কতা, ত্বকের সুরক্ষাকবচ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ত্বক লাল হয়ে যাওয়া, জ্বলুনি, চুলকানি ইত্যাদি এই **সারফেকট্যান্ট**–এর জন্য হয়। তা হলে মুখ ধোওয়ার জন্য কী ব্যবহার করা উচিত? গবেষকদের মতে, সবথেকে ভাল হয় একেবারে সাদা জলে মুখ ধুতে পারলে। তা না হলে কোনো প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা যেতে পারে।

মিথেনেও জলবায়ু বদল

২২/৫০

বায়ুমণ্ডলে মিথেন গ্যাসের মাত্রা যে হারে বাড়ছে তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন বিজ্ঞানীরা। তারা বলেছেন, এই শতাব্দীর শুরুর দিকে এই গ্যাসের ছড়িয়ে পড়ার হার একটা জায়গায় থিতু হয়েছিল। কিন্তু এখন তা আবার বাড়ছে। গঠনের দিক থেকে, কার্বন ডাই অক্সাইডের চেয়ে ছোট হলেও, মিথেনের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা থেকেও বেশি। আর তাই এই গ্যাস ছড়িয়ে

পড়ার হার যদি কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা না যায়, তাহলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

আমেরিকায় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ও গবেষক রবার্ট জ্যাকসন বলেছেন, জলবায়ুর বদল রোখার বর্তমান কর্মসূচিগুলিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের ওপরেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর পেছনে যথেষ্ট কারণও আছে। তবে আমরা যদি এখন এই মিথেন গ্যাসের দিকে না তাকাই, তাহলে সেই ঝুঁকিটা থেকেই যাবে। হঠাৎ করে মিথেনের ছড়িয়ে পড়ার মাত্রা কেন বেড়ে গেছে - তার কারণ এখনও খুব একটা স্পষ্ট নয়। মিথেনের অনেক উৎস আছে। তবে এই গ্যাস নির্গমনের হার এতো বেশি বেড়ে যাওয়ার কারণ সম্ভবত কৃষি ও পশুপালন।

বলগা হরিণ কমছে

২২/৫১

বৃহদাকার হরিণ রেন ডিয়ার। বাংলায় বলা হয় বলগা হরিণ। এই হরিণ প্রজাতিটি এখন বিলুপ্তির মুখে। গবেষকরা বলছেন, উত্তর মেরুতে রেন ডিয়ার এখন আকারে ক্রমশই ছোট হচ্ছে। দূর্বল হয়ে পড়ছে। আর অল্প বয়সেই মারা যাচ্ছে। গবেষকরা এজন্যে জলবায়ুর পরিবর্তনকে দায়ী করেছেন। নরওয়ের স্ভালবার্ড এলাকায় এই গবেষণাটি করা হয়। এই গবেষণায় দেখা গেছে, গত ১৬ বছরে, প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী রেন ডিয়ারের ওজন গড়ে প্রায় ৫৫ থেকে ৪৮ কিলোগ্রাম কমে গেছে।

জল বদল

২২/৫২

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব কমানো নির্ভর করবে জলের ওপর। একথা বলা হয়েছে গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত মরক্কোর জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনে। এখানে বেশিরভাগ দেশের প্রতিনিধিরা বলেছেন, ক্ষতিকর গ্যাসের নির্গমন কমানোর প্রয়োজন। আর এটা তখনই সম্ভব যখন জলের প্রাপ্যতা বাড়বে। জল এবং জলবায়ু পারস্পরিকভাবে সম্পর্কীত। আমরা সবাই জলচক্র সম্পর্কে জানি। খরার সময় তাপমাত্রা বাড়ে, ফলে জলের অভাব দেখা দেয়। সেচ কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে। আবার এমন কিছু দেশ আছে যেখানে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ৯৭ শতাংশই আসে জল থেকে। ফলে মানব উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা – সবকিছুর ওপরই প্রভাব ফেলে জল।

ঝুঁকি রুখতে জোট

২২/৫৩

গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত মরক্কোর জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনের শেষ দিনে ঝুঁকিতে থাকা পঁয়তাল্লিশটিরও বেশি দেশের একটি জোট গঠন করেছে। এই জোটের নাম দেওয়া হয়েছে ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম। এই ফোরাম তাদের নিজস্ব কর্ম-পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। প্রাথমিকভাবে তারা নিজেদের দেশে জলবায়ু বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিয়ে কাজ শুরু করবে। এই ফোরামে রয়েছে বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, শ্রীলংকা। প্রতিবেশীরা থাকলেও এখানে ভারত নেই। তা বলে আমাদের দেশে জলবায়ুর দিক থেকে কোনো ঝুঁকি নেই তা কিন্তু নয়।

জলবায়ু বদল : লড়াই চলছে

২২/৫৪

জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কথা বলে এক নতুন যুগের সূচনার করেছেন। গত নভেম্বরে মরক্কোতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের শেষ দিনে গৃহীত মারাক্কেশ সনদ ঘোষিত হয়েছে। এই সনদে বলা হয়েছে, বিশ্বের উষ্ণায়নের প্রতি সাড়া দেওয়ার একটি আশু দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের রয়েছে, যাতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের অনেক নীচে রাখা যায়। অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের সম্মত হওয়া এই ঘোষণায় বলা হয়, জলবায়ু বদল মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী এক অসাধারণ গতিসঞ্চার হয়েছে।

মাত্র এক বছর আগে সম্মত হওয়া সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা বা এজেন্ডা ফর সাসটেনেবল **ডেভলেপমেন্ট** লক্ষ্যসমূহ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জিত হবে। এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল, জলবায়ু বদলকে রোখা। এই সম্মেলন থেকে তাই সব পক্ষের কাছে, সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে জলবায়ু বদলকে রোখার জন্য, দ্রুত কর্মসূচি নিতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

টিবি রোগীর সংখ্যা বাড়ছে

২২/৫৫

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী টিবি কমার বদলে আরো বেড়ে গেছে। কারণ ভারতে এই রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ৬টি

দেশ যেখানে বিশ্বের ৬০ ভাগ টিবি রোগী বাস করে, সেই দেশগুলির তালিকায় সবথেকে ওপরে রয়েছে ভারত। এরপর আছে **ইন্দোনেশিয়া**, চিন, নাইজিরিয়া, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ আফ্রিকা।

টিবির সংখ্যা বাড়ে কারণ এই রোগ লুকিয়ে রাখা হয়। টিবি দমনের জন্য বিভিন্ন দেশ যেসব উদ্যোগ নিয়েছিল তাতে মনে করা হচ্ছিল, এই রোগের প্রভাব ক্রমশ কমছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০১৫ সালে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে প্রায় ১৮ লাখ লোক, যা এডস ও ম্যালেরিয়ায় মৃত মোট মানুষের থেকে বেশি। এছাড়া রোগ গোপন রেখে কত টিবি রোগী মারা গেছে তার কোনো হিসেব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে নেই।

উষ্ণতায় কিডনির রোগ

২২/৫৬

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উষ্ণায়ন বাড়তে থাকায়, কিডনি জনিত জটিলতায় আক্রান্ত রোগীর হার বেড়ে যেতে পারে। নতুন এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। গবেষকরা বলছেন, তাপদাহের কারণে দীর্ঘস্থায়ী কিডনির রোগ বাড়ছে। অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে শরীরে জলশূন্যতা ও হিট স্ট্রেস দেখা দেয় এবং কিডনির ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। গবেষকদের মতে, অচিরেই কিডনি রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়বে।

গবেষকদের একজন যুক্তরাষ্ট্রের কলরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড জনসন বলেন, বিশ্বের যেসব অঞ্চলে অতিরিক্ত গরম, সেসব এলাকায় নতুন এক ধরনের কিডনি রোগ দেখা দিয়েছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে শ্রমজীবি মানুষ, বিশেষ করে যাদের দীর্ঘ সময় প্রখর রোদে কাজ করতে হয় তাদের, কিডনি জটিলতা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকিও বাড়ছে। ক্লিনিক্যাল জার্নাল অব দ্য আমেরিকান সোসাইটি অব নেফ্রোলজিতে- এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

পরিবেশ উদ্যোগ

২২/৫৭

জলবায়ু বদলের একটি প্রধান কারণ হল পরিবেশ দূষণ। এই দূষণ রোধে যেসব উদ্যোগ এখনই নেওয়া দরকার সেগুলি হল -

- গাছপালা অযথা কাটা বন্ধ করে প্রত্যেকের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং গাছপালার প্রতি **যত্নবান** হওয়া দরকার। কারণ গাছ বায়ু, জল ও শব্দদূষণের মাত্রা অনেকটা কমাতে পারে।
- জনসংখ্যার হার স্থিতিশীল রাখার জন্য সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি। মানুষের জীবিকা এবং চাহিদা মেটাতে ক্ষুদ্রশিল্প বা কুটিরশিল্পের প্রতি জোর।
- কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নদীতে না ফেলে এর পুনর্ব্যবহার। কলকারখানায় উৎপন্ন ধোঁয়া, ময়লা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব শিল্প আইন আছে তা যথাযথ প্রয়োগ।
- কৃষি ব্যবহৃত রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক, বননাশক প্রভৃতি ব্যবহারের পরিবর্তে জৈব সার ও ওষুধ ব্যবহার করা দরকার।
- পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা আবশ্যক।
- পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনবসতি তৈরি করা এবং গ্রাম ও বসতির সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাও সাথেসাথে জরুরি।

সবথেকে গরম বছর ২০১৬

২২/৫৮

মার্কিন ন্যাশনাল ওসিয়্যানিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএএ) জানিয়েছে, ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস অবধি স্থল ও সমুদ্রের ওপর পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ছিল ১৪.৯৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা কিনা ২০১৫ সালের একই সময়কালের তুলনায় ০.০৬ ডিগ্রি বেশি।

ওয়ার্ল্ড মেটিরিওলজিক্যাল অর্গানাইজেশন একই ভবিষ্যতবাণী করেছে। তারা জানাচ্ছে, ২০১৬ সাল ইতিহাসে নথিবদ্ধ সবচেয়ে গরম বছর। রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৬ সালে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৪.৮৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা কিনা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ার সময় থেকে ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। ডব্লুএমও'র তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬১ থেকে ১৯৯০ সাল অবধি বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরো বাড়বে কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধিতে খুব দ্রুত উষ্ণায়ন বাড়ছে। প্রাক-শিল্পায়ন যুগে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ২৮০ পিপিএম (পার্টস পার মিলিয়ন); ২০১৫ তে সেটা দাঁড়িয়েছে ৪০০ পিপিএম-এ।

পুর্নমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

উষ্ণতা বাড়ছেই

আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বলছেন, বর্তমানে বাতাসে যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড রয়েছে, তাতে বিশ্বের তাপমাত্রা আগামী কয়েক দশক ধরে বাড়তেই থাকবে। আর কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন এই হারে চলতে থাকলে, বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে দেড় কিংবা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার পরিকল্পনা অলীক হয়ে পড়বে। জার্মানির পট্‌সডাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট রিসার্চের ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী, বিশ্বের তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি বাড়লে ২৩০০ সালের মধ্যে সাগরের জলের উচ্চতা দুই থেকে তিন মিটার বাড়বে। তার ফলে গ্রিনল্যাণ্ডের বরফের আস্তরণ গলতে পারে। এতে ছোট ছোট দ্বীপ ও উপকূলের সব শহর-**বন্দরের** ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

আপনি কি কৃষিকাজ করেন !

।। দেশীয় বীজ ভাণ্ডারের যোগাযোগ কেন্দ্র ।।

ইন্দ্রপ্রস্থ সৃজন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
গ্রাম - ইন্দ্রপ্রস্থ, পো:-বিশ্বনাথপুর, থানা - পাথরপ্রতিমা,
জেলা - দ:২৪ পরগনা, পিন - ৭৮৩৩৪৯,
ফোন নং - ৯৪৩২০১৩১৫৩ (অনিমেষ বেরা)

সংহতি বীজ ভাণ্ডার
পো - বাঙ্গালপুর, বাগনান,
জেলা - হাওড়া - ৭১১৩০৩
ফোন : ৯৮৩৬০২৫৫৮৩/৯৪৩২০১৩১৪০

হিঙ্গলগঞ্জ কৃষি প্রশিক্ষণ পরিষেবা কেন্দ্র
জেলা - ২৪ পরগনা (উ.), ব্লক - হিঙ্গলগঞ্জ

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু